প্রথম আলো

তারিখ 05 OCT 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 8

# শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে

——— রংপুরে এরশাদ

**রংপুর ব্যুরো**

সাবেক রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মাঝে মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের বর্তমান ছাত্রসমাজের শিক্ষার মান নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন। কারণ তাদের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী নিজেদের অস্তিত্ব, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, ঐতিহ্য-ইতিহাস সম্পর্কে জানে না। তারা এ-প্লাস পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। আমরা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই না। আমরা চাই আমাদের সন্তানরা আগামী দিনের সুনাগরিক হবে। মানবিক মূল্যবোধে প্রকৃত মানুষ হবে। আর এ দায়িত্ব নিতে

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

# শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হবে নতুন প্রজন্মকে।

তিনি মঙ্গলবার বিকালে রংপুর কারমাইকেল কলেজিয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষার্থীদের নানা বিষয় উল্লেখ করে বলেন, আমি অবাক হই আমাদের এ-প্লাস পাওয়া একজন এসএসসি শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী কে ও জাতীয় স্মৃতি সৌধ কি? তারা বলতে পারেনি। একজন এসএসসি পরীক্ষার্থী তার পরীক্ষার খাতায় গরুর রচনায় লিখেছে 'ও খঅঅই ঈঙড. ঈঙড ঐঅঝ উঙ ঝঅগঞওঘ...' এই হলো আমাদের শিক্ষার্থীদের অবস্থা।

এখন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ হচ্ছে না। ঢাকার বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ নেই। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এক ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার। সিলেটের এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে এক ছাত্রীকে ছাত্রনেতা নামধারী সন্ত্রাসী কুপিয়ে জখম করেছে। প্রকাশে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজেদের দ্বন্দ্বের কারণে নিরীহ শিক্ষার্থী খুন, ঢাকাসহ সারা দেশের যে সামাজিক অবক্ষয়, নারীর প্রতি সহিংসতা, সন্ত্রাস তার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আছে আজকের শিক্ষার্থীরা, তরুণ-যুবসমাজ। আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। সামাজিক অবক্ষয় থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে হবে। শিক্ষক-অভিভাবক ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের সেই কাজটি নিজেদের তাগিদে করতে হবে। তা না হলে আমাদের সন্তানদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা যাবে না। আজ তাই নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে সেই দায়িত্ব পালনে। আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমরা আমাদের শিক্ষকদের পিতৃতুল্য মনে করতাম। বাবা-মায়ের পরে তাদের স্থান দিতাম। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও কলেজের অধ্যক্ষকে দূর থেকে দেখতাম। তারা ছিলেন পূজনীয় এখন তাদের ছাত্রছাত্রীরা অপমান করে। তাদের ঘেরাও করে। আমরা এটা চাই না। বাবা-মায়ের পরে শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সম্মান করতে হবে। কলেজের অধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ মিয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ বিনতে হোসাইন নাসরিন বানু, জাপা জেলা কমিটির আহ্বায়ক সাবেক সংসদ সদস্য মোফাজ্জল হোসেন মাস্টার, কলেজের প্রভাষক মোজাফফর হোসেন, এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য মেজর (অব) খালেদ আখতার, জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও মহানগর জাপা আহ্বায়ক মোস্তাফিজার রহমান মোস্তফা, সদস্য সচিব এসএম ইয়াসির প্রমুখ।